# পরিচ্ছেদ–৫ ‖ একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

*সাহিত্যে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার, সাহিত্য ও ভিন্নার্থক শব্দের সম্পর্ক, কবিতায় ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার, কেন গুরুত্বপূর্ণ, গল্প ও উপন্যাসে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার, নাটক ও সংলাপে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার, বাগ্‌ধারা ও প্রবাদে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার, কেন সাহিত্যে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ, বাক্যগঠনে ভিন্নার্থক শব্দের ভূমিকা, একই শব্দ, ভিন্ন অর্থে বাক্য পরিবর্তন, একটি শব্দ পরিবর্তন করলে বাক্যের অর্থ পালটে যায়, প্রসঙ্গভেদে বাক্যের ভিন্ন অর্থ, বাক্যে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যঞ্জনা তৈরি করা, সাহিত্য ও উপমার ক্ষেত্রে ভিন্নার্থক শব্দের ভূমিকা, কেন ভিন্নার্থক শব্দ বাক্যগঠনে গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক শব্দ, ইংরেজির তুলনায় বাংলায় ভিন্নার্থক শব্দের বহুমুখিতা, হিন্দির তুলনায় বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক শব্দ, পরীক্ষা ও একাডেমিক লেখায় ভিন্নার্থক শব্দের গুরুত্ব, প্রশ্নের ধরন, উত্তর লেখার কৌশল, ভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা, কেন ভিন্নার্থক শব্দ গুরুত্বপূর্ণ*

**সাহিত্যে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার**

ভিন্নার্থক শব্দ কেবল সাধারণ কথোপকথনেই ব্যবহৃত হয় না, সাহিত্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও ভাষাগত অলংকারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষাকে গভীর, ব্যঞ্জনাময় ও শৈল্পিক করতে ভিন্নার্থক শব্দের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য।

**সাহিত্য ও ভিন্নার্থক শব্দের সম্পর্ক:** সাহিত্যে একটি শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে, যা পাঠকের মনে বিভিন্ন ভাব ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। কবি ও লেখকগণ একটি শব্দ দিয়ে একাধিক অর্থ তৈরি করে ভাষার রস ও ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন।

**কবিতায় ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার:** কবিতায় শব্দের রূপক, অলংকার ও চিত্রকল্প তৈরি করতে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় একটি শব্দ আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হলেও, অন্য ক্ষেত্রে তা রূপক অর্থ প্রকাশ করে।

**উদাহরণ ১:** 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

- এখানে 'সোনার' শব্দটি শুধু ধাতু অর্থে নয়, সমৃদ্ধ ও প্রিয় দেশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
- আক্ষরিক অর্থে 'সোনার' বলতে মূল্যবান ধাতু বোঝানো হয়, কিন্তু এখানে তা মায়ের মতো প্রিয়, মূল্যবান ও সম্মানজনক বাংলার প্রতীক।

**উদাহরণ ২:** 'তোমার পানে চাহিয়া বন্ধু, কিছু বুঝি নাই।'

- 'পানে' শব্দের আক্ষরিক অর্থ পানীয়, কিন্তু এখানে তা দিকে বা অভিমুখে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

**কেন গুরুত্বপূর্ণ**

- কবিতায় একটি শব্দের একাধিক অর্থ পাঠকের মনের গভীরে ভাবনার সৃষ্টি করে।
- অলংকার ও রূপক অর্থ তৈরি করে কবিতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
- একটি ছোটো বাক্যে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করা যায়।

**গল্প ও উপন্যাসে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার:** গল্প ও উপন্যাসে ভিন্নার্থক শব্দ চরিত্রের সংলাপ, বর্ণনা ও ভাব প্রকাশে নাটকীয়তা, রূপক অর্থ ও বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে।

**উদাহরণ ১:** 'সে বড়ো মানুষ।'

- এখানে 'বড়ো' মানে শুধু উচ্চতায় বড়ো নয়; সম্মানীয়, সফল ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝাতে পারে।

**উদাহরণ ২:** 'তারা শহরের মাথা হয়ে দাড়িয়েছে।'

- এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ শারীরিক অঙ্গ নয়; নেতা বা প্রধান ব্যক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

**কেন গুরুত্বপূর্ণ**

- গল্পের চরিত্রগুলোর ভাষাকে স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত করতে সাহায্য করে।
- পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ও সংলাপে গভীরতা আনতে সহায়তা করে।
- একটি সাধারণ বাক্যে অনেক বেশি অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

NABARUN PUBLICATION

**নাটক ও সংলাপে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার:** নাটক বা নাট্য সংলাপে ভিন্নার্থক শব্দ চরিত্রের আবেগ, দ্ব্যর্থবোধকতা ও নাটকীয়তা ফুটিয়ে তোলে।

**উদাহরণ:** 'দেখো, আমি মুখ দেখাতে পারব না!'

- এখানে 'মুখ' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে মুখ নয়; সম্মান, গৌরব বা লজ্জা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

**কেন গুরুত্বপূর্ণ**

- চরিত্রের আবেগ ও মানসিক অবস্থা প্রকাশ করতে সাহায্য করে।
- নাটকীয়তা ও সংলাপে দ্ব্যর্থবোধকতা তৈরি করে, যা নাটকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

**বাগ্‌ধারা ও প্রবাদে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার:** ভিন্নার্থক শব্দ বাংলা ভাষার বাগ্‌ধারা ও প্রবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**উদাহরণ:** 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।'

- এখানে 'নাক' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে শরীরের অঙ্গ নয়; সম্মান বা আত্মগরিমা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

**কেন গুরুত্বপূর্ণ**

- ভাষার রূপক ও সাংকেতিক অর্থ বোঝাতে সহায়তা করে।
- বাক্যের গভীরতা ও শক্তি বৃদ্ধি করে।

**উপসংহার:** ভিন্নার্থক শব্দ সাহিত্যে গভীরতা, বহুমাত্রিকতা ও শৈল্পিকতা যোগ করে।

**কেন সাহিত্যে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ**

- একটি সাধারণ শব্দের মাধ্যমে গভীর অর্থ প্রকাশ করা যায়।
- শব্দের বহুমুখিতা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও অলংকারময় করে।
- কবিতা, গল্প, নাটক ও সংলাপে নাটকীয়তা ও ব্যঞ্জনা তৈরি করে।
- পাঠক ও শ্রোতার মনে ভাবনার সৃষ্টি করে, যা সাহিত্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

**চূড়ান্ত বক্তব্য:** সাহিত্যের শক্তি ও সৌন্দর্য শব্দের খেলা ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। ভিন্নার্থক শব্দ সাহিত্যের গভীরতা ও রূপক ব্যঞ্জনা তৈরি করতে অপরিহার্য।

## বাক্যগঠনে ভিন্নার্থক শব্দের ভূমিকা

ভাষা একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানুষ তার ভাব, আবেগ এবং জ্ঞান প্রকাশ করে। ভিন্নার্থক শব্দ বাক্যের গঠন ও অর্থে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে; যা ভাষার ব্যঞ্জনা, সৌন্দর্য ও বহুমাত্রিকতা বৃদ্ধি করে।

বাক্যের প্রসঙ্গ, প্রয়োগ ও কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে একই শব্দ ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। এটি সাহিত্য, বক্তৃতা, সাধারণ কথোপকথন ও লেখার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

**১. একই শব্দ, ভিন্ন অর্থে বাক্য পরিবর্তন:** একটি শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। এর ফলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়। যেমন–

| বাক্য | অর্থ |
|---|---|
| 'সে চেয়ারে বসেছে।' | (আক্ষরিক অর্থ: সে একটি চেয়ারে বসেছে।) |
| 'সে গদিতে বসেছে।' | (রূপক অর্থ: সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।) |

**বিশ্লেষণ:**

- 'চেয়ারে বসা' মানে সাধারণভাবে বসে থাকা বোঝায়।
- 'গদিতে বসা' মানে ক্ষমতা লাভ করা বা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া বোঝায়।
- এখানে 'বসা' শব্দের প্রসঙ্গভেদে অর্থ পরিবর্তন হয়েছে।

**২. একটি শব্দ পরিবর্তন করলে বাক্যের অর্থ পালটে যায়:** একটি সাধারণ শব্দের পরিবর্তন বাক্যের অর্থের দিক সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে।

| বাক্য | অর্থ |
|---|---|
| 'সে মুখ দেখালো।' | উপস্থিত হলো, কারও সামনে এল। |
| 'সে মুখ দেখালো না।' | লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করল, কারও সামনে আসতে চাইল না। |

**বিশ্লেষণ:**

- 'মুখ দেখানো' মানে উপস্থিত হওয়া বা সামনে আসা বোঝায়।
- 'মুখ দেখালো না' মানে লজ্জা বা অপমান বোধ করে দূরে থাকা বোঝায়।
- এখানে 'না' শব্দটি যুক্ত হওয়ার ফলে পুরো বাক্যের অর্থ পালটে গেছে।

**৩. প্রসঙ্গভেদে বাক্যের ভিন্ন অর্থ:** একই বাক্য ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে, যা ভিন্নার্থক শব্দের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন–

| বাক্য | অর্থ (প্রসঙ্গ অনুযায়ী) |
|---|---|
| 'তার মাথা খুব ভালো কাজ করে।' | মেধাবী বা বুদ্ধিমান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। |
| 'তার মাথা খুব গরম।' | রাগান্বিত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। |

**বিশ্লেষণ:**

- 'মাথা' শব্দটি প্রথম বাক্যে বুদ্ধি বোঝায়, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে রাগ বোঝায়।
- প্রসঙ্গ অনুযায়ী বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে।

**৪. বাক্যে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যঞ্জনা তৈরি করা:** ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহারে একই বাক্য ভিন্ন ভাবনা বা চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে। যেমন–

| বাক্য | অর্থ ও ব্যঞ্জনা |
|---|---|
| 'তার বুক অনেক চওড়া।' | আক্ষরিক অর্থ: তার শারীরিক বুক প্রশস্ত। |
| 'তার বুকের পাটা অনেক চওড়া।' | রূপক অর্থ: সে খুব সাহসী ব্যক্তি। |

**বিশ্লেষণ:**

- প্রথম বাক্যে 'বুক' শব্দটি শারীরিক গঠন বোঝায়।
- দ্বিতীয় বাক্যে 'বুকের পাটা চওড়া' মানে সাহসী হওয়া বোঝায়।
- এতে ভাষার ব্যঞ্জনা ও শৈল্পিক প্রকাশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

**৫. সাহিত্য ও উপমার ক্ষেত্রে ভিন্নার্থক শব্দের ভূমিকা:** ভিন্নার্থক শব্দ সাহিত্যিক রচনা, কবিতা ও গদ্যে অলংকার, রূপক ও উপমা তৈরিতে সহায়তা করে। যেমন–

| বাক্য | অর্থ ও ব্যঞ্জনা |
|---|---|
| 'আমার চোখে ঘুম নেই।' | আক্ষরিক অর্থ: সে ঘুমাতে পারছে না। |
| | রূপক অর্থ: সে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন। |

| বাক্য | অর্থ ও ব্যঞ্জনা |
|---|---|
| 'সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে।' | আক্ষরিক অর্থ: সে পাহাড়ে আরোহণ করেছে। |

HARF O FUN PUBLICATION

| | |
|---|---|
| | রূপক অর্থ: সে জীবনের সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে। |

**কেন গুরুত্বপূর্ণ**

- শব্দের রূপক অর্থ প্রকাশ করে ভাবগম্ভীরতা সৃষ্টি করা যায়।
- গল্প, কবিতা ও নাটকে নাটকীয়তা ও গভীরতা যোগ করা যায়।

**উপসংহার:** ভিন্নার্থক শব্দ বাক্যগঠনে বহুমাত্রিকতা ও প্রসঙ্গভেদে অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, যা ভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে।

**কেন ভিন্নার্থক শব্দ বাক্যগঠনে গুরুত্বপূর্ণ**

- একটি বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরি করতে সাহায্য করে।
- একটি সাধারণ শব্দ রূপক অর্থ বহন করে সাহিত্যে গভীরতা আনে।
- প্রসঙ্গভেদে অর্থ পরিবর্তন করে বাক্যের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করে।
- ভাষার নমনীয়তা ও বহুমাত্রিকতা বৃদ্ধি করে।

ভিন্নার্থক শব্দের যথাযথ ব্যবহার ভাষার শৈল্পিকতা ও ব্যঞ্জনা বাড়িয়ে তোলে, যা সাহিত্য ও বাস্তব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**বিভিন্ন ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক শব্দ**

ভিন্নার্থক শব্দ বাংলা ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক করে তুলেছে। বাংলা ভাষায় একটি শব্দ বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে, যা অনেক ভাষায় পাওয়া যায় না বা তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।

বাংলায় একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে, যা ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষায় সাধারণত আলাদা আলাদা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

**ইংরেজির তুলনায় বাংলায় ভিন্নার্থক শব্দের বহুমুখিতা**

বাংলা ভাষায় একটি শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে, যা ইংরেজিতে আলাদা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

| বাংলা শব্দ | অর্থ–১ | ইংরেজি প্রতিশব্দ | অর্থ–২ | ইংরেজি প্রতিশব্দ | অর্থ–৩ | ইংরেজি প্রতিশব্দ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফল | খাবার | Fruit | পরিণাম | Result | ফলন | Harvest |
| পাতা | গাছের অংশ | Leaf | বিছানো | Spread | বইয়ের পৃষ্ঠা | Page |
| নাম | পরিচয় | Name | খ্যাতি | Fame | স্মরণ | Mention |
| পড়া | অধ্যয়ন | Study | কমে যাওয়া | Decrease | ক্ষমা চাওয়া | Beg |

**বিশ্লেষণ:**

- বাংলায় 'ফল' শব্দটি তিনটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, যা ইংরেজিতে তিনটি ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করতে হয় (Fruit, Result, Harvest)।
- 'পাতা' শব্দের ব্যবহারও বহুমুখী, যা ইংরেজিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে Leaf, Spread, Page হিসেবে আলাদা করা হয়।

ফলে, বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার আরও বহুমাত্রিক ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

**অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার বিশেষত্ব**

অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক শব্দের সংখ্যা বেশি, যা ভাষাকে আরও বহুমাত্রিক ও সংক্ষিপ্ত রাখে।

**হিন্দির তুলনায় বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক শব্দ**

বাংলা:

- 'চোখ' → (১) দৃষ্টি (২) নজর রাখা (৩) রোগবিশেষ
- 'হাত' → (১) অঙ্গ (২) প্রভাব (৩) দক্ষতা

হিন্দি:

- 'চোখ' = (দৃষ্টি), (নজর রাখা), (রোগবিশেষ)
- 'হাত' = (অঙ্গ), (প্রভাব), (দক্ষতা)

**বিশ্লেষণ:**

বাংলায় একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু হিন্দিতে একেকটি অর্থ প্রকাশের জন্য আলাদা শব্দ ব্যবহার করতে হয়। ফলে বাংলা বাক্যগঠন তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর হয়।

## পরীক্ষা ও একাডেমিক লেখায় ভিন্নার্থক শব্দের গুরুত্ব

ভিন্নার্থক শব্দ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, রচনা ও পরীক্ষার উত্তর লেখায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। এটি শিক্ষার্থীদের ভাষার গঠন ও অর্থগত বৈচিত্র্য বোঝাতে সাহায্য করে।

## পরীক্ষার প্রশ্নে ভিন্নার্থক শব্দের ভূমিকা

**প্রশ্নের ধরন**

১. নিচের কোন বাক্যে 'মাথা' শব্দটি 'বুদ্ধি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) তার মাথা ব্যথা করছে। (খ) সে খুব মাথা খাটিয়ে কাজ করে। (গ) গাছের মাথায় পাখি বসেছে। (ঘ) সে মাথা নত করল না।

২. 'মুখ' শব্দের ভিন্ন অর্থ বিশ্লেষণ করো।
(ক) কাজের মুখ খুলেছে। (সূচনা) (খ) তার মুখ খুব সুন্দর। (চেহারা) (গ) এ ছেলে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। (সম্মান)

**উত্তর লেখার কৌশল**

১. সংজ্ঞার্থ: ভিন্নার্থক শব্দ বলতে এমন শব্দকে বোঝায়, যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ বহন করে।
২. উদাহরণ: 'মাথা' শব্দটি কখনো বুদ্ধি, কখনো শারীরিক অঙ্গ বোঝায়।
৩. বিশ্লেষণ: বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করার ফলে ভাষা সমৃদ্ধ হয়।
৪. উপসংহার: পরীক্ষায় সঠিক উত্তর দিতে হলে প্রসঙ্গ অনুযায়ী শব্দের অর্থ বুঝতে হবে।

**কেন গুরুত্বপূর্ণ**

- ভিন্নার্থক শব্দের সঠিক ব্যবহার পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে সহায়তা করে।
- বাক্যের অর্থ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা শিখতে সাহায্য করে।
- ব্যাকরণ ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই এটি গুরুত্বপূর্ণ।

**উপসংহার**

- বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক শব্দের বহুমুখিতা অন্যান্য ভাষার তুলনায় বেশি।
- ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহারে বাংলা বাক্যগঠন সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল হয়।
- একাডেমিক লেখায় ও পরীক্ষার উত্তরে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফলে, ভিন্নার্থক শব্দ বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ, গতিশীল ও বহুমাত্রিক করে তোলে।

### কেন ভিন্নার্থক শব্দ গুরুত্বপূর্ণ

- **ভাষার গভীরতা বৃদ্ধি:** একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকায় তা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও বহুমুখী করে তোলে।
- **রচনায় শৈল্পিকতা ও বৈচিত্র্য আনে:** সাহিত্য, কবিতা ও গদ্যে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার রচনার আবেদন বাড়ায়।

- **বাক্যের সৌন্দর্য ও সাবলীলতা বৃদ্ধি:** বারবার একই শব্দ ব্যবহারের বদলে ভিন্নার্থক শব্দ প্রয়োগ করে বাক্যের মাধুর্য বাড়ানো যায়।
- **শব্দের বহুমাত্রিকতা শেখার সুযোগ:** একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ জানার ফলে ভাষার প্রতি দক্ষতা ও বাগ্মিতা বৃদ্ধি পায়।

**ভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা**

ভাষা হলো মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। প্রতিটি শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে একই শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। এ ধরনের শব্দকে ভিন্নার্থক শব্দ বলা হয়। ভাষার সৌন্দর্য, কার্যকারিতা ও বহুমাত্রিকতা বজায় রাখতে ভিন্নার্থক শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

**ভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা**

**১. ভাষার সৌন্দর্য ও শৈল্পিকতা বৃদ্ধি:** ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করে তোলে। সাহিত্য, কবিতা ও গদ্যে ভিন্নার্থক শব্দের সৃজনশীল ব্যবহার পাঠকদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

**উদাহরণ:**

- 'সে মাথা নত করল না।' (এখানে 'মাথা' মানে আত্মসম্মান বা মস্তক)
- 'গাছের মাথায় কাক বসে আছে।' (এখানে 'মাথা' মানে শীর্ষ অংশ)

এই ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষার শৈল্পিক ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পায়।

**২. বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ করা:** ভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহারের ফলে একই শব্দ দিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অর্থ বোঝানো সম্ভব হয়, যা বাক্যকে সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকর করে।

উদাহরণ:

- 'তার হাত অনেক বড়ো।' (এখানে 'হাত' মানে ক্ষমতা)
- 'তার হাত খুব সুন্দর।' (এখানে 'হাত' মানে অঙ্গ)

যদি প্রতিটি প্রসঙ্গে আলাদা শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন হতো, তাহলে ভাষা আরও জটিল হয়ে যেত।

**৩. ব্যঞ্জনা ও রূপক অর্থ প্রকাশে সহায়ক:** ভিন্নার্থক শব্দের মাধ্যমে শব্দের আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও রূপক অর্থ প্রকাশ করা যায়, যা সাহিত্য ও বাগ্‌ধারার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**উদাহরণ:**

- 'মুখ রেখে কথা বলো।' (এখানে 'মুখ' মানে সম্মান)
- 'তার মুখ খুব সুন্দর।' (এখানে 'মুখ' মানে চেহারা)

ভিন্ন প্রসঙ্গে শব্দের ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থবোধকতা ও ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পায়।

**৪. একাধিক অর্থ প্রকাশের মাধ্যমে বহুমাত্রিকতা সৃষ্টি:** একটি শব্দ বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে, যা ভাষাকে বহুমাত্রিক করে তোলে এবং বক্তার ভাব প্রকাশের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

**উদাহরণ:**

- 'সে খুব ভালো ছেলে।' (এখানে 'ভালো' মানে সৎ)
- 'আজ আমার শরীর ভালো নেই।' (এখানে 'ভালো' মানে সুস্থ)

ভিন্ন প্রসঙ্গে এক শব্দের বহু অর্থ থাকায় ভাষার ব্যবহার আরও নমনীয় ও কার্যকর হয়।

**৫. ভাষার গতি ও প্রাঞ্জলতা বজায় রাখা:** ভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্য ছোটো, সহজ ও গতিময় করা যায়, যা ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তোলে।

**উদাহরণ:**

- 'সে অনেক উঁচু পদে বসেছে।' (এখানে 'বসা' মানে অধিষ্ঠিত হওয়া)
- 'সে ঘাসের ওপর বসেছে।' (এখানে 'বসা' মানে বসে থাকা)

এভাবে ভাষায় বাক্যগঠন সহজ ও গতিশীল হয়।

ভিন্নার্থক শব্দ ভাষার সৌন্দর্য, কার্যকারিতা ও বহুমাত্রিকতা বাড়িয়ে তোলে। এটি সাহিত্য, যোগাযোগ, সংক্ষিপ্ততা, ভাষার শৈল্পিকতা ও গতি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। ভাষাকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও কার্যকর করে তুলতে ভিন্নার্থক শব্দের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

SINCE-1993
NABARUN PUBLICATION